"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের মনে খুশীর বাজনা বাজা উচিত কেননা, অসীম জগতের বাবা তোমাদের অসীমিত অবিনাশী উত্তরাধিকার দিতে এসেছেন"

*প্রশ্নঃ - মায়া মানুষকে কোন্ ভ্রমে ভ্রমিত করেছে, যে কারণে তারা স্বর্গে যাওয়ার পুরুষার্থ করে না?

*উত্তরঃ - মায়ার একশ' বছরের এই যে আড়ম্বর, এরোপ্লেন, বিদ্যুৎ (বৈদ্যুতিক সরঞ্জামও) ইত্যাদি যা যা আবিষ্কার হয়েছে, এই আড়ম্বর দেখে প্রতিটা মানুষ মনে করে যে, স্বর্গ তো এখানেই । ধন আছে, গাড়ি, বাড়ি আছে....ব্যস্, আমাদের জন্য তো এখানেই স্বর্গ । এ হলো মায়ার সুখ যা ভ্রমিত করে । এর কারণেই তারা স্বর্গে যাওয়ার পুরুষার্থ করে না ।

*গীতঃ- মাতা ও মাতা...তুমিই ভাগ্য বিধাতা....

ওম্ শান্তি । এখন এ তো বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে যে, যারা এসেছিলেন তাদেরই মহিমা করা হয় । ভারতবাসীরা তো জানে না । বিদ্বান পন্ডিতরাও জানে না । জগৎ অম্বা অর্থাৎ জগতের মানুষকে রচনা করেন যিনি । তোমরা জানো যে, যাঁকে জগদম্বা বলা হয়, তিনি এখন বাচ্চাদের সামনে বসে আছেন । ভক্তিমার্গে তো এমনই গায়ন হয়ে এসেছে । বাচ্চারা, তোমরা এখন জ্ঞান পেয়েছো অর্থাৎ জগৎ অম্বার পরিচয় পেয়েছো । জগদম্বার নামেই বিভিন্ন ধরনের অনেক চিত্র বানানো হয়েছে । বাস্তবে জগদম্বা হলেন একজন, তাঁকেই কালী বলো, সরস্বতী বলো, দুর্গা বলো, এই অনেক নাম রাখার কারণে মানুষ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে গেছে । কালী কলকত্তে ওয়ালীও বলা হয় । বাস্তবে তো এমন চিত্র হয় না । বাবা বলেন এ সবই হলো ভক্তিমার্গের সামগ্রী । যখন থেকে ভক্তিমার্গ শুরু হয় তখন থেকে রাবণ রাজ্যও শুরু হয় । এ তো মানুষ জানেই না যে, রাবণ কে আর রাম কে, এ হলো বেহদের কাহিনী । তোমরা বাচ্চারাই জানো যে, রাবণ রাজ্য সম্পূর্ণ হওয়ার পরেই রাম রাজ্য শুরু হয় । রাম অবশ্যই সুখ দেবেন, আর রাবণ অবশ্যই দুঃখ দেবে । ভারতে রাবণ রাজ্যকে শোক বাটিকা বলা হয় । বাবা বুঝিয়েছেন যে, তোমরা সব এই সময় রাবণ রাজ্যে আছো । এ হল ভারতেরই মুখ্য কথা । রাবণ রাজ্যে তোমরা ভ্রষ্টাচারী হয়ে গেছো । রাম অর্থাৎ বেহদের বাবা হলেন সুখ প্রদানকারী । এই সময় সকল মানুষই আসুরী মতে চলছে । বাকি রাবণ কোনো ১০ শির বিশিষ্ট মানুষ নয় । এ হলো ৫ বিকার, যাকে রাবণ বলা হয় । শিববাবার মত হলো শ্রীমৎ । এখন তো সব আসুরিক সম্প্রদায়, তাই না ! এ হলো অসীম জগতের কথা । তোমরা এই শ্রীমতে একুশ জন্মের সুখ পাও । আসুরিক মতে চলে তোমরা ৬৩ জন্ম দুঃখ পেয়েছো ।

তোমরা জানো যে, এ রাবণ হলো বড়র থেকেও বড় শত্রু, যাকে মানুষ জ্বালাতে থাকে । মানুষ বোঝে না, রাবণকে অবশেষে কবে আমরা জ্বালানো বন্ধ করবো ? ওরা বলে - এই রাবণকে জ্বালানো তো পরম্পরা ধরে চলে আসছে । কুশপুত্তলিকা বানিয়ে জ্বালাতে থাকে । অবশ্যই এই রাবণ সবাইকে দুঃখ দিয়েছিলো, বিশেষ করে ভারতকে । তাহলে তো রাবণ বড় শত্রু হলো । এই বেহদের শত্রুকে কেউই জানে না । বেহদের বাবা এসে বেহদের সুখ প্রদান করেন । এমন সহজ কথাও কোনো বিদ্বান - পন্ডিত আদি জানে না । বাচ্চারা তোমরা জানো যে, আমাদের বেহদের বাবার থেকে সুখের অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতে হবে । তবুও তোমরা প্রতি মুহূর্তে বাবাকে ভুলে যাও । ভক্তিমার্গে তোমরা ডেকে এসেছো - হে বাবা, ক্ষমা করো, আমাকে দয়া করো । আমি তো ক্ষমা করতেই থাকি । যে ভাবনায় তোমরা দেবতাদের পূজা করো, তারজন্য অল্পকালের সুখ তো আমি অবশ্যই দিই । আর কেউই তোমাদের সুখ দিতে পারে না । আমিই হলাম সুখদাতা । ভক্তিমার্গেও আমিই দিই । মানুষ বলে - গড ফাদার এই দিয়েছেন । ভগবানের জন্য বলে । তাহলে এমন কেন বলো, এই ধন অমুক সাধু দিয়েছেন । যেখানে সুখ প্রদানকারী হলেন একমাত্র বাবা । মানুষ গেয়েও থাকে - হে ভগবান, আমাদের দুঃখ দূর করো । তাহলে এমন কেন বলে, অমুক সাধু আমার এই দুঃখ দূর করেছেন, সন্তান দিয়েছেন । তারা মনে করে, ওদের কৃপায় সুখ পেয়েছি । ব্যবসায় লাভ হলে মনে করে, গুরুর কৃপা হয়েছে । লোকসান হলে কিন্তু বলে না, গুরু কৃপা করেন নি । বেচারা ভক্তরা না বুঝে যা মনে আসে তাই করে । যা শোনে তাই অনুসরণ করতে থাকে । এ হলো ড্রামা ।

বাবা এখন এসে তোমাদের আপন করে নিয়েছেন । বাবার সঙ্গে ভালোবাসা রাখাতেও মায়া অনেক বিঘ্ন সৃষ্টি করে । একদম মুখ ঘুরিয়ে দেয় । ২১ জন্মের সুখ প্রদানকারী বাবার থেকে তালাক দিয়ে দেয় । বাবা বোঝান যে, ভক্তিমার্গ আর জ্ঞান মার্গের মধ্যে রাতদিনের তফাৎ । ভক্তি করতে করতে যখন কাঙ্গাল হয়ে যায়, তখন বাবা এসে জ্ঞান দিয়ে ২১

জন্মের জন্য তোমাদের ভাগ্যবান করে দেন । ওই ভক্তি তো তোমরা জন্মে - জন্মে করতে থেকেছো, এরজন্য অল্পকালের সুখ পাওয়া যায় । দুঃখ তো অনেকই । বাবা বলেন যে - আমি এসেছি তোমাদের হারিয়ে যাওয়া রাজ্য ফেরত দিতে । এ তো বেহদের কথা । বাকি আর কোনো কথা নেই । এই লক্ষ্মী - নারায়ণ আদি নির্বিকারী দেবতা ছিলেন । তাঁদের মহলে কতো না হীরে - জহরত থাকবে । তোমরা ভবিষ্যতে অনেককিছু দেখবে । যত নিকটে যেতে থাকবে ততই স্বর্গের সীন দেখতে থাকবে । কতো বড় বড় দরবার হবে । দরজা - জানালার উপর সোনা, হীরে, জহরতের কত সুন্দর শৃঙ্গার থাকবে । ব্যস্, এই রাত সম্পূর্ণ হয়ে দিন শুরু হবে । যে বৈকুন্ঠ তোমরা দিব্য দৃষ্টিতে দেখো, তা অবশ্যই প্রত্যক্ষভাবে দেখবে । যে বিনাশ তোমরা দিব্য দৃষ্টিতে দেখো তাও প্রত্যক্ষভাবে দেখবে । তোমাদের ভিতর তো খুশীর বাজনা বাজা উচিত । আমরা বেহদের বাবার থেকে অসীমিত অবিনাশী উত্তরাধিকার নিচ্ছি । এই চিত্র তো সঠিক নয় । সেইসব তোমরা দিব্য দৃষ্টিতে দেখো । ওখানে গিয়ে রাস আদি করো । কতো চিত্র আদি বানাতে । যা কিছু বাবা দিব্যদৃষ্টিতে দেখিয়েছেন তা আবার প্রত্যক্ষভাবে অবশ্যই হবে । তোমরা জানো যে, এই ছিঃ ছিঃ দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে । তোমরা এখানে বসে আছো শ্রীমতে স্বরাজ্য নেওয়ার পুরুষার্থ করার জন্য । কোথায় ওই ভক্তিমার্গ আর কোথায় এই জ্ঞানমার্গ । এখানে ভারতের হাল দেখো কি হয়েছে - খাওয়ার জন্য অন্ন নেই অথচ বড় বড় প্ল্যান বানাচ্ছে । সময় তো খুব অল্পই আছে । ওদের প্ল্যান আর তোমাদের প্ল্যান দেখো কেমন ? এই কথা কোনো শাস্ত্রে লেখা নেই । রামায়ণ ইত্যাদিতে কতো কাহিনী লিখে দিয়েছে কিন্তু এমন তো হয় না । তাহলে রাবণকে কেন প্রতি বছর জ্বালানো হয় । রাবণকে জ্বালালে তাহলে তো শেষ হয়ে যাওয়া উচিত । ভক্তিমার্গের আমদানী কেমন আর জ্ঞানমার্গের আমদানী কেমন ! বাবা একদম ভান্ডার ভরে দেন । এরজন্য পরিশ্রম আছে । অবশ্যই পবিত্র থাকতে হবে । গায়নও আছে যে, অমৃত ছেড়ে বিষ কেন পান করবে । অমৃতের নামে অমৃতসরে একটি পুকুর বানিয়ে দিয়েছে । মানুষ সেই পুকুরে ডুব দেয় । মানস সরোবর নামেরও একটি পুকুর বানিয়ে দিয়েছে । মানসসরোবরের অর্থও কেউ বোঝে না । মানস সরোবর অর্থাৎ নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা জ্ঞানের সাগর, মানুষের তনে এসে এই জ্ঞান শোনান । মানুষ বসে কতো কথা ইত্যাদি বানিয়েছে । সর্বশাস্ত্রময়ী শিরোমণি হল গীতা -- তাতে আবার কৃষ্ণ উবাচঃ লিখে দিয়েছে । কৃষ্ণের জন্য আবার কতো কথা লিখে দিয়েছে । সর্প দংশন করেছিলো, কৃষ্ণ স্ত্রীদের ভাগিয়ে নিয়ে এসেছিলো -- কতো মিথ্যা কলঙ্ক লিখে দিয়েছে । এখন তোমরা বোঝাতে পারো । কৃষ্ণের তো ব্যাপারই নেই । এ তো ব্রহ্মার দ্বারা পরমপিতা পরমাত্মা বসে সমস্ত বেদ শাস্ত্রগ্রন্থের সার বলে দেন । এক নম্বর হলো শ্রীমদ্ভগবদগীতা । ভারতবাসীদের ধর্মশাস্ত্র একটাই, তার খন্ডন করে দিয়েছে, তাই বাকি যা বেদ শাস্ত্র বাচ্চা আছে সব খন্ডন হয়ে গেছে ।

বাবা কতো ভালোভাবে বোঝান তবুও চলতে চলতে মায়ার থাপ্পড় খেতে থাকে, ধারণা করে না । এ হলো যুদ্ধস্থল । তোমরা হলে সেই বাচ্চা যারা ব্রাহ্মণ হয়েছো । গীতা ইত্যাদিতে তো এমন কোনো কথা লেখা নেই । তোমরা হলে ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী, ব্রহ্মার দ্বারা যজ্ঞ রচনা করা হয়েছে । রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ তো বরাবরই আছে, তাহলে যুদ্ধের ময়দান কোথা থেকে এলো ? গায়নও আছে যে, রাজস্ব অশ্বমেধ যজ্ঞ । এই যে রথ, তা আমরা বলি দিই । ওরা আবার দক্ষ প্রজাপতির যজ্ঞ রচনা করে ঘোড়ার উপর বসে স্বাহা করে । কি কি সব লিখে দিয়েছে । তোমরা জানো যে, সত্যযুগে ভারত যখন স্বর্গ ছিলো তখন সেখানে অবশ্যই খুব অল্প মানুষই থাকবে। দেবী - দেবতারা অল্প ছিলো । যমুনার উপকন্ঠে অবশ্যই রাজ্য হবে । কেবল দেবী - দেবতারাই রাজ্য করবে । সেখানে তো গরম থাকবেই না যে কাশ্মীর, সিমলা ইত্যাদিতে যেতে হবে । তত্ত্বও সম্পূর্ণ সতোপ্রধান হয়ে যায় । এও যারা বোঝার তারাই বুঝবে । সত্যযুগকে স্বর্গ বলা হয় আর কলিযুগকে বলা হয় নরক । দ্বাপরকে এত নরক বলবে না । ত্রেতাতেও দুই কলা কম হয়ে যায় । সবথেকে বেশী সুখ আছে স্বর্গে । বলা হয়, অমুকে স্বর্গে গেছেন । তারা কিন্তু স্বর্গের অর্থ বোঝে না । স্বর্গবাসী যখন হয়েছেন তখন অবশ্যই নরকে ছিলেন । প্রত্যেক মানুষই এখন নরকে আছে । বাবা এখন তোমাদের অসীমিত রাজ্য দিচ্ছেন । ওখানে তো সবকিছুই তোমাদের থাকবে । তোমাদের পৃথিবী, তোমাদের আকাশ..... তোমরা অটল, অখন্ড, শান্তিময় রাজ্য করবে । দুঃখের নামই থাকবে না সেখানে । তাই তারজন্য কতটা পুরুষার্থ করা উচিত । বাচ্চাদের অবস্থা কেমন । তারা জানেও, আমাদের মা - বাবা খুব ভালো পুরুষার্থ করেন, তাহলে আমরাও কেন পুরুষার্থ করে অবিনাশী উত্তরাধিকার নেবো না ।

বাবা বলেন - বাচ্চারা, পরিশ্রান্ত হয়ো না, শ্রীমতে চলতে থাকো । শ্রীমতকে কখনোই ভুলে যেও না । এতে খুব বড় সাবধানতার প্রয়োজন । যা কিছুই করো, জিজ্ঞেস করো - বাবা, আমরা এ নিয়ে দ্বিধায় আছি, এই কাজ করলে আমাদের পাপ লাগবে না তো? বাবা কখনোই কারোর থেকে নেন না । ভক্তিমার্গেও ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে দান করলে পরিবর্তে আবার নেয়ও । শিববাবা নিয়ে কি করবেন, তিনি তো কোনো মহল বানাবেন না । সবকিছুই তিনি বাচ্চাদের জন্য করেন । তিনি বাড়িও যে বানান তা ভবিষ্যতে তোমাদের থাকার জন্য । তোমাদের স্মরণে মন্দিরও এখানে আছে । তোমরাও এখানে বসে আছো । যারা সেবাপরায়ণ বাচ্চা তারা ভবিষ্যতে অনেক আশ্চর্যজনক ঘটনা প্রত্যক্ষ করবে । এখানে বসেই স্বর্গে চক্র

লাগাতে থাকবে । তারপর সেখানে গিয়ে মহল বানাবে । মহলের তো কম্পিটিশন হয়, তাই না ! এখন দেখো একশ' বছরে কতো বানানো হয়েছে । ভারতকে যেন স্বর্গের মতো বানিয়ে দিয়েছে । তাহলে তোমরা বুঝতে পারো, ওখানে একশ' বছরে কি না হবে । সায়েন্সের সমস্ত কিছুই তোমাদের ওখানে কাজে আসবে । সাইন্সের সুখ হলো সেখানে । এখানে তো দুঃখ । সাইন্সের জন্য মানুষ কতো পরিশ্রম করে । তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারো, এ হলো নিজেদের বড়াই, অল্পকালের ক্ষণভঙ্গুর সুখ, এ হলো মায়ার আড়ম্বর । এখন মানুষ এরোপ্লেন, রকেট ইত্যাদিতে যায় । পূর্বে এইসব সাধন ছিলো না । বিদ্যুৎ ইত্যাদিও ছিলো না । এ সবই হলো মায়ার সুখ যা মানুষকে ভ্রমিত করে । মানুষ মনে করে - ব্যস্, এখানেই স্বর্গ । বিমান আদি তো স্বর্গেই ছিলো, তাই এও স্বর্গ । এ কথা বুঝতে পারে না যে, স্বর্গের জন্য এখন তৈরী হচ্ছে । তারা মনে করে, ধন আছে, মহল আছে, ব্যস্ আমাদের জন্য এখানেই স্বর্গ । আচ্ছা, তোমাদের ভাগ্যে এই স্বর্গ । আমাদের তো পরিশ্রম করে সত্যিকারের স্বর্গে যেতে হবে, যার জন্য তোমরা পুরুষার্থ করছো । পুরুষার্থে ঢিলেমি দিও না । গৃহস্থ জীবনে থেকে পুরুষার্থ করতে হবে । সার্ভিস করতে হবে । নিজেরা পবিত্র হয়ে তারপর তোমাদের আত্মীয় পরিজনদেরকে যোগ্য বানাও, বাবার মিষ্টি - মিষ্টি কথা শোনাও । বাবা, দুইজন বাবার পয়েন্ট খুব ভালোভাবে বুঝিয়েছেন । অবিনাশী উত্তরাধিকার কিন্তু পাওয়া যায় এক বাবার থেকেই । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) পুরুষার্থে কখনোই ক্লান্ত হবে না । অনেক সাবধানের সঙ্গে শ্রীমৎ অনুযায়ী চলতে হবে । দ্বিধাগ্রস্ত হবে না ।

২) কোনো রকমের পাপ কর্ম করবে না । সত্যিকারের স্বর্গে যাওয়ার জন্য পবিত্র হতে হবে আর পবিত্র বানানোর সেবা করতে হবে ।

বরদানঃ- নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে লৌকিকে অলৌকিক ভাবনা রেখে থাকা ডবল সেবাধারী ট্রাস্টি ভব

কোনো কোনো বাচ্চা সেবা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যায়, মনে করে ভাবে এ তো কখনো বদলাবে না। কখনো এইরকম হতাশাগ্রস্থ হবে না। নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে 'আমার' ভাবের সম্বন্ধের থেকে পৃথক হয়ে চলতে থাকো । কোনো কোনো আত্মার ভক্তির হিসাব মিটতে একটু সময় লাগে, সেইজন্য ধৈর্য ধরে, সাক্ষী ভাবের স্মৃতিতে স্থিত হয়ে, শান্ত আর শক্তির সহযোগ আত্মাদেরকে দিতে থাকো। লৌকিকে অলৌকিক ভাবনা রাখো। ডবল সেবাধারী ট্রাস্টি হও।

স্লোগানঃ- নিজের শ্রেষ্ঠ বৃত্তির দ্বারা বায়ুমণ্ডলকে শ্রেষ্ঠ বানানো এটাই হলো সত্যিকারের সেবা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent

3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;